দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 AUG 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

002

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল

সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ঈদুল আযহার মাত্র একদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭ ইং সালের বিএ, বিএসসি, বিকম পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এর আগে পত্র-পত্রিকায় এই ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যাপারে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। বিলম্বে হলেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফল প্রকাশ করে ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তামুক্ত করেছেন। কেননা, নানা প্রতিকূলতার মাঝে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিয়েছেন। অক্টোবর '৮৭ ইং সালে শুরু হওয়া এই পরীক্ষা মার্চ '৮৮ ইং-তে দারুণ অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। দীর্ঘ পাঁচ মাসব্যাপী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পেছনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রধান অন্তরায় ছিল। তাছাড়া কোনো কোনো বিষয়ের পরীক্ষার তারিখ একাধিকবার পরিবর্তন, একই বিষয়ের পরীক্ষা মফস্বলে আগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রশ্নপত্র দু'রকম হওয়া ইত্যাদি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের ভোগান্তি চরমে ওঠে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে এর আগে আর কোন পরীক্ষা নিয়ে এত ঝামেলায় পড়তে হয়েছে বলে মনে হয় না।

গতবারের ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ ভাল বলে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে বিএসসিতে পাসের হার শতকরা ৫২ দশমিক ৫, বিএ-তে পাসের হার ৪৭ দশমিক ০৪ এবং বিকম-এ পাসের হার ৪৭ দশমিক ৪ ভাগ। বিএসসি'তে ৬ হাজার ৭৫২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১ হাজার ৫শ' ৭১ জন, তৃতীয় বিভাগে ১ হাজার ৯শ' ৪৯ জন অর্থাৎ সর্বমোট ৩,৫৪৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিএ'তে ২৮ হাজার ৮০২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৯ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৪ হাজার ৯৮ জন, তৃতীয় বিভাগে ৯ হাজার ৪শ' ৩৪ জন ও ১০ জন পাসসহ সর্বমোট ১৩,৫৫১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। অপরদিকে বিকম-এ ৭ হাজার ৪শ' ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৭১৩ জন, তৃতীয় বিভাগে ২ হাজার ৮১১ জনসহ সর্বমোট ৩,৫২৬ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

এখন পাস কোর্স-এর প্রতি মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা ঝুঁকে পড়ছেন। যখন ৩ বছরের অনার্স কোর্স ৫ বছরেও শেষ হতে চায় না, তখন এ সমস্ত নানা কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা পাস কোর্সকে উত্তম বলে ধরে নিচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন, মাস্টার্স ডিগ্রী প্রিলিমিনিয়ারীতে ভর্তির কার্যক্রম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুরু করে সেশন জটের কবল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করা হোক। সেই সাথে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে চলতি বছর ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে পারে, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া উচিত।

এতে করে সংশ্লিষ্টরা কিছুটা হলেও উপকৃত হবে।

—মোহাম্মদ মিজানুর রহমান